বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

শেখ হাসিনার যুলুমের শাসন এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে জাতির উদ্দেশ্যে বিশেষ আহ্বান

হে দেশবাসী! এই যালিম সরকারের পতনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন এবং পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানিত ও ক্ষমতাশীল নেতৃস্থানীয় জাতিতে পরিণত হতে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন

প্রশংসা শুধু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র; আল্লাহ্'র রাসূল, তাঁর পরিবার, সাহাবীগণ এবং তাঁর পথ অনুসরণকারীদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

প্রিয় মুসলিমগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

এই মুহূর্তে আপনারা তিনটি ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। প্রথমত, যালিম হাসিনা ও তার সরকারের নিষ্ঠুর অত্যাচার; ক্ষমতায় আরোহন করার সময় হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত হাসিনার অত্যাচারের মাত্রা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে যা জনগণের জন্য সীমাহীন কষ্ট ও দুঃসহ যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে... দেশের জনগণকে প্রতিনিয়ত ভয় ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য করা হচ্ছে... যদি কেউ এই সরকারের লুটপাট ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে টু শব্দটিও উচ্চারণ করে তবে জোরপূর্বক গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাকে ইচ্ছানুযায়ী গুম করে ফেলার লক্ষ্যে জনগণের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করছে। দ্বিতীয়ত, সরকার কর্তৃক ইসলামের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ও সর্বাত্মক যুদ্ধ – ইসলামের বিরুদ্ধে অব্যাহত অপপ্রচার হতে শুরু করে ইসলামের বার্তাবহনকারী ও খিলাফতের আহ্বানকারীদের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন – যার মাধ্যমে এই সরকার এবং তার সহযোগী বা সমর্থনপুষ্ঠ কুফর ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা আপনাদের প্রিয় দ্বীনকে তাদের এক নম্বর প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে পরিণত করেছে। তৃতীয়ত, দেশব্যাপী গুপ্ত হত্যাকান্ড পরিচালনা – বিদেশী নাগরিক, ধর্মীয় ভিন্ন মতাবলম্বী এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে হত্যাকান্ড... এসব হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পনাকারী আমেরিকা ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে চরমভাবে ব্যর্থ এই হাসিনা সরকার তথাকথিত জঙ্গীদের উপর দায় চাপিয়ে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করছে। যদিওবা এধরনের গুপ্ত হত্যাকান্ড সাম্রাজ্যবাদীদের গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

উপরোক্ত তিনটি সংকটের সাথে রয়েছে আপনাদের দীর্ঘদিনের স্থায়ী সমস্যাগুলো, যা ইসলামী আক্বীদার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক পশ্চিমা কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলাফল। এই জমীনে আওয়ামী-বিএনপি শাসক ও রাজনীতিবিদদের সকল ধরনের দুর্নীতি ও অপকর্মের মূলে রয়েছে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা সংসদের আইনকে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র আইনকে অস্বীকার করেছে। এই ব্যবস্থা অল্পকিছু ক্ষমতাশীল ও বিত্তবানদের জন্যে মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেছে এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে চরমভাবে বঞ্চিত করেছে। বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস, খনিজ এবং বৃহদাকৃতির শিল্পকে ব্যক্তি মালিকানার নামে কুক্ষিগত করে এসব শাসক, সাংসদ, রাজনীতিবিদ এবং তাদের সহচরেরা নিজেদের জন্য অঢেল সম্পদ পুঞ্জীভুত করেছে, আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষ দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত, প্রয়োজনীয় নূন্যতম রসদের অভাবে অসহায় জীবনযাপন করছে... এবং ক্রমবর্ধমান হারে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল এবং ধার্যকৃত কর পরিশোধ করতে তাদের নাভিশ্বাস উঠছে। এই শাসনব্যবস্থার অধীনে নূন্যতম সুবিচার নেই, জোর যার মুল্লুক তার এবং ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আইনের উর্ধ্বে। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হাসিনা-খালেদার মতো শাসকেরা বিদেশী প্রভূদের তুষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন, নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে, সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশ অনুসারে দেশের শিল্পখাতকে ধ্বংস করেছে এবং দেশের অর্থনীতি ও সম্পদের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করেছে। বিভিন্ন চুক্তির আড়ালে দেশের সামরিক বাহিনীর উপর মার্কিন, বৃটেন ও ভারতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনের নামে তাদের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সেনাঅফিসার ও সৈন্যদেরকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে।

এই সংকটাপন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমরা আপনাদের প্রতি এই আহ্বান পেশ করছি, যাতে করে আপনারা সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আমাদের দিক নির্দেশনা মোতাবেক সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এবং আমরা আপনাদেরকে পবিত্র রমযান মাসে এই আহ্বান জানাচ্ছি, যে মাস হলো মুসলিমদের জন্য বিজয়ের মাস এবং পবিত্র কুর'আন নাযিলের মাস, যাতে করে এই কুর'আনের নির্দেশনা অনুযায়ী আপনারা আপনাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।

হে মুসলিমগণ!

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জীবনের সকল বিষয়াদির সঠিকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই কুর'আন এবং এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে নাযিল করেছেন, তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম বাস্তবায়নকে বাধ্যতামূলক করেছেন এবং শাসনের ভিত্তি হিসেবে একমাত্র ইসলামকে মনোনীত করে দিয়েছেন।

"নিশ্চয়ই, আমি আপনার প্রতি সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি যাতে করে তা দিয়ে আপনি মানবজাতিকে শাসন করতে পারেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান।" [সূরা আন-নিসা : ১০৫]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সময়ে এবং তাঁর (সাঃ) মৃত্যুর পরে মুসলিমগণ এই কুর'আনকে আঁকড়ে ধরেছিল, তাদের জীবনের ভিত্তিতে পরিণত করেছিল এবং তদানুযায়ী জীবনের বিভিন্ন বিষয়াদি পরিচালনা করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদিনায় শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি (সাঃ) আভ্যন্তরীণভাবে একটি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন এবং ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রটির কর্তৃত্ব বিস্তৃত হতে শুরু করে। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ইসলামী শাসন সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে এবং খলিফাদের অধীনে তা বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। মুসলিমরা খিলাফতের ছায়াতলে সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করে এবং পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা, মর্যাদা ও গৌরবের সহিত নেতৃত্ব দানকারী জাতিতে পরিণত হয় যা ১৯২৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

আপনাদেরকে অতীতের মতো পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা, মর্যাদা ও গৌরবের সহিত নেতৃত্ব দানকারী জাতি হিসেবে জীবন-যাপন করাকে আপনাদের মানদন্ড ও লক্ষ্য (ভিশন) হিসেবে নির্ধারন করতে হবে যদি আপনারা বর্তমান সরকার কর্তৃক সৃষ্ট এই দূর্ভোগ, যন্ত্রণাদায়ক এবং অপমানজনক পরিস্থিতির অবসান দেখতে চান। এই দুর্নীতিগ্রস্ত, বিশ্বাসঘাতক এবং আল্লাহ্‌দ্রোহী সরকার দেশকে মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে পরিণত করার যে সংকীর্ণ ভিশন দেখাচ্ছে তা খুবই যৎসামান্য, কারণ যখন তাদের নিজেদের বিষয় সামনে আসে তখন এই সরকার লোভীর মত আচরণ করে এবং যখন তারা জনগণের বিষয় বিবেচনা করে তখন কৃপণের ন্যায় আচরণ করে। কেন তারা আপনাদেরকে একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবার ভিশন না দেখিয়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার প্রতারণাপূর্ণ ভিশন দেখাচ্ছে, অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের জন্য শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছেন: **"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে..."?** কারণ এই সরকার সর্বান্তঃকরণে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তারা কেবল নিজেদের জন্য আপনাদের সম্পদ লুট করতে জানে, আর আপনাদের জন্য ততটুকু বরাদ্দ রাখে যতটুকু না দিলে আপনারা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করেন।

হে মুসলিমগণ! আমরা আপনাদেরকে বলছি: বিদ্রোহ করুন! এই অনৈসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুন এবং এর পতন ঘটানোর রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠা করুন যাতে পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানিত ও ক্ষমতাশীল নেতৃস্থানীয় জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

খিলাফত রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে আপনাদের জন্য এই মহান ও উচ্চ মর্যাদাশীল অবস্থান অর্জনের লক্ষ্যে যে উদীয়মান পথ অনুসরণ করবে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমরা প্রদান করছি:

প্রথমত, খিলাফত রাষ্ট্র নিজেকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবে - এই লক্ষ্যে খিলাফত রাষ্ট্র জনগণের চাহিদাসমূহ পূরণ করবে। প্রথম দিন থেকেই প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতের বিষয়ে খিলাফত রাষ্ট্র শারী'আহ্ কর্তৃক দায়বদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"বাস করার জন্য একটি গৃহ, আব্রু রক্ষার জন্য এক টুকরা কাপড়, আর খাওয়ার জন্য এক টুকরা রুটি ও একটু পানি – এসবের চেয়ে অধিকতর জরুরী কোন অধিকার আদম সন্তানের থাকতে পারে না।"** এছাড়াও, খিলাফত রাষ্ট্র জনগণের জন্য উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে এবং গুটিকয়েক বিত্তশালী ও ক্ষমতাবান লোকের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়াকে প্রতিহত করবে। ইসলামের অর্থনীতির মূলনীতি অনুসারে সম্পদের বন্টনকে নিশ্চিত করবে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: **"...যেন সম্পদ তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।"**

শারী'আহ্ হুকুম অনুযায়ী গ্যাস, কয়লা এবং তেলের মতো খনিজ সম্পদসমূহ গণমানুষের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য খিলাফত রাষ্ট্র এসব সম্পদের সদ্ব্যবহার করবে, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য আধুনিক অবকাঠামো, রাস্তা-ঘাট, মহাসড়ক, সেতু, ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে, স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এবং ভারী শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা করা হবে।

প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধভিত্তিক ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা খিলাফত রাষ্ট্রের ফরজ দায়িত্ব এবং রাষ্ট্র এটা করবে যাতে আমাদের সামরিক বাহিনী আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে; **"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও পালিত ঘোড়া থেকে (ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমান, মিসাইল, কামান) যেন ভীতির সৃষ্টি হয় আল্লাহ্'র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর..."** যেখানে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিগত ৪০ বছরে শুধুমাত্র "তৈরী পোষাক শিল্প" প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে (!), এধরনের যুদ্ধভিত্তিক শিল্প কেবলমাত্র শক্তিশালী সামরিক বাহিনীই তৈরি করবে না, বরং এসব শিল্প গাড়ি, যন্ত্রাংশ, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদন শিল্পের মতো অন্যান্য শিল্পসমূহের পশ্চাৎ সংযোগ শিল্প হিসেবে কাজ করবে। এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহে সম্পদের অবাধ প্রবাহকে রোধ করবে এবং দেশের তরুণদের জন্য বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

দ্বিতীয়ত, খিলাফত রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবে - খিলাফত রাষ্ট্র শুরুতে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ এই অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে, এবং অতঃপর বাকি মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক রাষ্ট্রে পরিণত করবে, যেটি তাদের জনগণ, সম্পদ ও সামরিক বাহিনীগুলোকে একত্রিত করবে। এটা খিলাফত রাষ্ট্রকে একটি অদম্য শক্তিতে পরিণত করবে। উম্মাহ্'র এই একত্রিত হওয়া এখন আর কোনো কাল্পনিক ও অবাস্তব চিন্তা নয়, বিশেষত যখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, ইন্দোনেশিয়া হতে সিরিয়া পর্যন্ত মুসলিমরা খিলাফতের অধীনে শাসিত হওয়ার জন্য বলিষ্ঠ দাবি জানাচ্ছে।

তৃতীয়ত, খিলাফত রাষ্ট্র ভারতকে পুনরায় ইসলামী শাসনের অধীনে ফিরিয়ে আনবে - বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ভারতের একটি আজ্ঞাবহ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। খিলাফত রাষ্ট্র শুরুতেই এই অবস্থার পরিবর্তন আনবে এবং প্রতিষ্ঠার পরপর অথবা এই অঞ্চলের মুসলিম দেশগুলোকে একত্রিত করার পর ভারতকে আবারও ইসলামী শাসনের অধীনে ফিরিয়ে আনবে, এবং এভাবেই ভারতীয় আগ্রাসনের চিরসমাপ্তি ঘটবে; **"তোমাদের মধ্য হতে একদল ভারতকে জয় করবে, তারা এর (ভারতের) শাসকদের শৃঙ্খলিত করে বিজয়ী বেশে ফিরে আসবে; যখন তারা সেখান (ভারত) হতে ফিরে আসবে – আল্লাহ্ তাদের সমস্ত গুনাহ্সমূহ মাফ করবেন – ঈসা ইবনে মরিয়মের সাথে সিরিয়ায় তাদের সাক্ষাৎ হবে।"** ভারতকে তার শাসনের অধীনস্থ করে খিলাফত রাষ্ট্র তখন এই অঞ্চলের একটি একক পরাশক্তিতে পরিণত হবে।

চতুর্থত, খিলাফত রাষ্ট্র ক্রুসেডার মার্কিনীদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যকে নিশ্চিহ্ন করবে - আমেরিকা তার আগের শক্তিশালী অবস্থানে নেই বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে সে এখন পশ্চাদমুখী। মার্কিন লেখক ডেভিড এস মেসন তার 'দ্যা ইন্ড অফ আমেরিকান সেঞ্চুরি' বইয়ে আমেরিকার বর্তমান বৈশ্বিক অবস্থান উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব নেতৃত্ব ও আধিপত্যের সময় ফুরিয়ে আসছে, যা আমরা বিগত ৫০ বছর বা তদুর্ধ সময় ধরে ভোগ করে আসছি। এই রাষ্ট্র এখন অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিকভাবে আমরা আমাদের স্বর্ণ যুগকে পিছনে ফেলে এসেছি... সুতরাং, এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাকি বিশ্ব, উভয়ের জন্যই পৃথিবীর ইতিহাসে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।" এমতাবস্থায়, মার্কিন আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করা এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করা মোটেও কঠিন কাজ নয়। খিলাফত রাষ্ট্র ততক্ষণ পর্যন্ত মার্কিনীদের চ্যালেঞ্জ এবং তাড়া করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বৈশ্বিক রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে পরিবর্তন এনে খিলাফত নেতৃস্থানীয় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তখনই এটি সেই রাষ্ট্রে পরিণত হবে যার ভবিষ্যৎবাণী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) করেছেন,

"আল্লাহ্ আমাকে পৃথিবী দেখিয়েছেন, আমি এর পূর্ব ও পশ্চিম দেখেছি, নিশ্চয়ই আমার উম্মাহ্ তা শাসন করবে এর যতটুকু আমাকে দেখানো হয়েছে।" (মুসলিম)

পৃথিবীতে শুধুমাত্র সমৃদ্ধি ও উচ্চ মর্যাদা অর্জন করাই খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নয়, হে মুসলিমগণ! বরং এটা মহাবিশ্বের প্রতিপালক কর্তৃক নির্ধারিত আপনাদের উপর ফরজ দায়িত্ব। সুতরাং আমরা আপনাদেরকে এই দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই। মুসলিমদের জন্য খিলাফত ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থার অধীনে বসবাস করা এবং শাসিত হওয়া নিষিদ্ধ। এবং যতক্ষণ তারা খিলাফত ব্যবস্থা ছাড়া অন্যকোন ব্যবস্থার অধীনে বসবাস করতে থাকবে ও শাসিত হতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জীবন হবে জাহিল্যিয়াতের জীবন এবং তাদের মৃত্যু হবে জাহিল্যিয়াতের মৃত্যু, অর্থাৎ তারা বড়ই গুণাহ্গার হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে তার কাঁধে খলিফার বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) নাই, তবে তার মৃত্যু যেন জাহিল্যিয়াতের মৃত্যু।" (মুসলিম)

হে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামকে প্রেরণ করেছেন যেন এটা সকল শাসন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী হয়,

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যেন তা সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী হয় যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"
[সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৩৩]

মুসলিম সামরিক বাহিনীর অফিসার হিসেবে পৃথিবীর বুকে ইসলামকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা এবং এর পতাকাকে সুউচ্চে তুলে ধরার দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে বেশী বর্তায়, যেহেতু আপনারা বেশী সামর্থ্যবান কারণ আপনাদের হাতে রয়েছে সামরিক সক্ষমতা। আপনাদের 'সোর্ড অফ অনার' আপনাদের সম্মানের উৎস হওয়া উচিত, পবিত্র আল-আকসার দখলদারদের সাথে সাক্ষাৎকারী এই কুফর শাসকদের সহায়তার মাধ্যমে এই 'সোর্ড অফ অনার'-কে আপনাদের অসম্মানের উৎস হতে দেবেন না! এসব প্রত্যক্ষ করার পরও আপনাদের রক্ত কী টগবগ করে ফুটে উঠে না? আর কতকাল আপনারা তুচ্ছ কিছু দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ও মুশরিক ভারতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবেন? আপনারা কী দেখতে পান না যে, আপনাদের জনগণ আজ তার নিজ ভূখন্ডে উদ্বাস্তু? আপনাদেরকে অবশ্যই উম্মাহ্'কে এই জুলুমের শাসন ও সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার আধিপত্য হতে মুক্ত করার এবং তার গৌরব পুনরুদ্ধার করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই ভূ-খন্ডে ইসলামকে বিজয়ী করতে অগ্রসর হউন। ইহুদী এবং মুশরিক, মার্কিন এবং ইউরোপিয়ান, সকল আগ্রাসী শত্রুদের কবল হতে মুসলিমদের মুক্ত করতে, এবং ইসলামকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী করতে এগিয়ে আসুন। এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অগ্রসর হউন, হে সামরিক অফিসারগণ! এবং দ্বিতীয় খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠিত করতে **হিযবুত তাহ্রীর**-কে নুসরাহ্ প্রদান করুন। আপনাদের পুরস্কার হবে জান্নাত ইনশা'আল্লাহ্ যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আনসারদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁকে প্রথম খিলাফতে রাশেদাহ্ প্রতিষ্ঠায় নুসরাহ্ প্রদান করেছিলেন।

"স্থায়ী বেহেশ্ত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্য হতে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও, এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দ্বার দিয়ে উপস্থিত হবে..." [সূরা আর-রা'দ : ২৩]

১২ রমযান, ১৪৩৭ হিজরী
১৭ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info
হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য:
০১৭৯৮ ৩৬৭ ৬৪০ | htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ